বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০-২০২১

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতা ভবন

৮৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.bffwt.gov.bd

সূচিপত্র

ক্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
০১।	ভূমিকা	০৩
০২।	ভিশন ও মিশন	০৩
০৩।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি	০৩
০৪।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদেয় রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য:	০৪-০৫
	(ক) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	০৬
	(খ) বীরশ্রেষ্ঠ/শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা :	০৪
	(গ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা:	০৪
	(ঘ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:	০৪-০৫
	(ঙ) উৎসব ভাতাদি:	০৫
	(চ) রেশন সুবিধা:	০৬
	(ছ) বঙ্গাবন্ধু ছাত্রবৃত্তি:	০৬
০৫।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের-২০২০-২০২১ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের বিবরণি (প্রভিশনাল)	০৭
০৬।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর ব্যাংক ঋণ মওকুফ	০৭
০৭।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি' (১৯৭২-মে ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত)	০৮
০৮।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:	০৮
০৯।	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার ও বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের আইডি কার্ড প্রদান:	০৯
১০।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের চিকিৎসা ব্যয়	০৯
১১।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নাধীন ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র:	১০-২৬

ভূমিকা

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের (সশস্ত্র বাহিনী, মুজিব বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, কিলো ফ্লাইট, বাংলাদেশ আনসার সদস্য) কল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ ৯৪/১৯৭২ বলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রদত্ত ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৯টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৮টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৭৮ সালে আরও ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টকে প্রদান করা হয়। এছাড়া ট্রাস্ট নিজস্ব উদ্যোগে ৩টি প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে। সব মিলিয়ে ট্রাস্টের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২টি। ১৯৮০-১৯৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে পুঁজি প্রত্যাহারজনিত কারণে ৭টি প্রতিষ্ঠান বিক্রি করা হয় এবং ৮টি প্রতিষ্ঠান গুটিয়ে ফেলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ১৭টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ ট্রাস্টি বোর্ড। উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ চালুকরণ, বিকল্প ব্যবহারসহ সার্বিক তদারকির জন্য মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভিশন ও মিশন

ভিশন: শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভূক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

মিশন: শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীভূক্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গেরসার্বিক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মানিত করা।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলি:

- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অর্থ, পণ্য বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও উহার ব্যবস্থাপনা;
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে ঔষধপত্রসহ দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের জন্য পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ উহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;
- যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত এবং শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সুবিধাভোগী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;
- ট্রাস্টের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- যুদ্ধাহত/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত/মৃত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সম্মানী ভাতা, রেশন সুবিধাসহ উৎসব ভাতা প্রদান;
- স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ ; এবং
- ট্রাস্টের তহবিল গঠন ও উহার ব্যবস্থাপনা।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদেয় সম্মানী ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য:

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পঙ্গুত্বের মাত্রা অনুযায়ী চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া শহিদ পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারকে নিম্নোক্ত হারে ভাতা প্রদান করা হয়:

(ক) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা:

ক্র: নং	ক্যাটাগরি (পঙ্গুত্বের মাত্রার ভিত্তিতে)	মাসিক ভাতা	মাসিক চিকিৎসা ভাতা	সাহায্যকারী ভাতা	খাদ্য ভাতা	মাসিক মোট ভাতা
০১	'এ' (পঙ্গুত্ব ৯৬% - ১০০%)	৩০,০০০/-	২,০০০/-	৮,০০০/-	৫,০০০/-	৪৫,০০০/-
০২	'বি' (পঙ্গুত্ব ৬১% - ৯৫%)	২৮,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩৫,০০০/-
০৩	'সি' (পঙ্গুত্ব ২০% - ৬০%)	২৩০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০৪	'ডি' (পঙ্গুত্ব ০১% - ১৯%)	১৮,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	২৫,০০০/-
০৫	শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	২৩,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০৬	মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	১৮,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	২৫,০০০/-
০৭	বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবার	২৮,০০০/-	২,০০০/-	-	৫,০০০/-	৩৫,০০০/-

(খ) বীরশ্রেষ্ঠ/শহিদ/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সম্মানী ভাতা :

ক্র: নং	ক্যাটাগরি (পঙ্গুত্বের মাত্রার ভিত্তিতে)	মাসিক ভাতা	মাসিক চিকিৎসা ভাতা	মাসিক খাদ্য ভাতা	মাসিক মোট ভাতা
০১	শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	২৩,০০০/-	২,০০০/-	৫,০০০/-	৩০,০০০/-
০২	মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার	১৮,০০০/-	২,০০০/-	৫,০০০/-	২৫,০০০/-
০৩	বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবার	২৮,০০০/-	২,০০০/-	৫,০০০/-	৩৫,০০০/-

(গ) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মানী ভাতা:

ক্র: নং	ক্যাটাগরি	মাসিক ভাতার হার
১	বীর শ্রেষ্ঠ	৩৫,০০০/-
২	বীর উত্তম	২৫,০০০/-
৩	বীর বিক্রম	২০,০০০/-
৪	বীর প্রতীক	১৫,০০০/-

(ঘ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ ও মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রাপ্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:

০১।	শিক্ষা ভাতা (অনধিক ২ সন্তান)	:	বার্ষিক প্রতি সন্তান ১৬০০/- টাকা। সন্তানদের স্নাতক পর্যন্ত বিনা বেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা;
০২।	বিবাহ ভাতা (অনধিক ২ কন্যা)	:	প্রতি কন্যা ১৯,২০০/- টাকা (এককালীন);
০৩।	ঈদ বোনাস ২টি	:	মূল ভাতার সমপরিমাণ;
০৪।	প্রীতিভোজ (২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর)	:	জন প্রতি ২৪০/- টাকা হারে মোট ৪৮০/- টাকা;
০৫।	(ক) দেশে চিকিৎসা খরচ	:	২০% ও তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্ব যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ ট্রাস্টের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পেয়ে থাকেন;
	(খ) বিদেশে চিকিৎসা খরচ	:	২০% ও তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে উন্নত চিকিৎসার সুবিধা

			পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ট্রাস্ট কর্তৃক নির্বাহকৃত ব্যয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮.০০ (আট) লক্ষ টাকা;
০৬।	কৃত্রিম অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ চলাচলের জন্য মটরাইজড হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, লাঠি, কৃত্রিম অঙ্গা, জুতা-মোজা, শ্রবণ যন্ত্র, চশমা ইত্যাদি পেয়ে থাকেন;
০৭।	আবহাওয়া পরিবর্তন	:	হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জন্য বৎসরে একবার কক্সবাজারে আবহাওয়া পরিবর্তন/ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়;
০৮।	বার্ষিক ক্রীড়া ও বনভোজন	:	ঢাকায় অবস্থানরত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাদের পরিবার এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন আয়োজন করা হয়;
০৯।	জাতীয় শোক দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন	:	প্রতি বছর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এছাড়া ৭ মার্চ জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, বিজয় দিবস, বঙ্গাবন্ধুর জন্মবার্ষিকী, ও মুজিবনগর দিবসসহ অন্যান্য দিবস পালন করা হয়;
১০।	মৃতদেহ দাফন/সৎকার	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মৃতদেহ দাফন/সৎকারের ব্যয় নির্বাহ করা হয়;
১১।	পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন বিল মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত পানির বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১২।	বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ	:	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার নিজস্ব হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৩।	হুইলচেয়ারধারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মোবাইল ফোন	:	চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে ট্রাস্টের সহিত যোগাযোগের জন্য হুইল চেয়ারে চলাচলাকারী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রাস্ট থেকে মোবাইল ফোন দেয়া হয়েছে। এজন্য তাঁরা মাসিক ১১০০/- টাকা পর্যন্ত মোবাইল কার্ড সুবিধা প্রাপ্য হচ্ছেন;
১৪।	পথ্য বিল		যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পথ্য বিল বাবদ মাসিক ৩.১২২/-টাকা হারে প্রদান করা হচ্ছে।
১৫।	পরিচয়পত্র	:	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের (২০% থেকে তদুর্ধ্ব পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত) পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা- (১) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রথম শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত; (২) বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ প্রতি রুটে এবং আন্তর্জাতিক যে কোন রুটে (ইকোনমি ক্লাস) বছরে একবার যাতায়াত; (৩) বিআরটিসি বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত; (৪) বিআইডাব্লিউটি-এর জলযানে প্রথম শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত; (৫) সওজ-এর আওতাধীন সেতু পারাপারে গাড়ির টোল মওকুফ; (৬) বিআইডব্লিউটিসি-এর ফেরিতে প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ও এ্যাম্বুলেন্স বিনা ভাড়ায় পারাপার এবং ভিআইপি ক্যাবিনে ভ্রমণ; (৭) পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল ও মোটেলে স্ব-পরিবারে ০২ (দুই) রাত বিনা ভাড়ায় বছরে একবার থাকা; (৮) জেলা পরিষদের মালিকাধীন ডাক বাংলোতে এক/স্বপরিবারে বিনা ভাড়ায় ৪৮ ঘন্টা অবস্থান; (৯) আবাসিক টেলিফোন সংযোগ ফি মওকুফসহ মাসিক ৬০০/- টাকা পর্যন্ত কল-মানি মওকুফ;
	গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা	:	রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার জানুয়ারি/২০০০ হতে ০২ বার্ণারের ০১ চুলার বিল এবং ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন;
১৭।	ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ		বিনামূল্যে ফ্ল্যাট ও দোকান বরাদ্দ প্রদানের জন্য ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ গজনবী রোডে মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১ নির্মাণ করা হয়েছে। খালি সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(ঙ) উৎসব ভাতাদি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০৫/২০২১ খ্রি: তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে প্রদত্ত মাসিক সম্মানি ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে নিম্নোক্ত ছকে উল্লিখিত হারে ও শর্তে উৎসব ভাতাদি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ	উৎসব ভাতা (০২টি)	মহান বিজয় দিবস ভাতা (শুধু জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাপ্য)	বাংলা নববর্ষ ভাতা	শর্ত
০১।	খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা	১০,০০০/-টাকা হারে	৫,০০০/-	২,০০০/-	১০,০০০/-টাকা হারে ২টি উৎসব ভাতা বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।
০২।	যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা	-	৫,০০০/-	২,০০০/-	-ঐ-
০৩।	শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা	-	-	২,০০০/-	-ঐ-

(চ) রেশন সুবিধা:

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ভাতাভোগী সকল শ্রেণির যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠ পরিবার ও তারামন বিবি, বীর প্রতীক এবং খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে রেশন সামগ্রী পেয়ে প্রদান করা হয়। মাসিক রেশন সামগ্রী প্রাপ্যতার হার নিম্নরূপ:

রেশন সামগ্রীর নাম	১ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	২ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি)	৩ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)	৪ সদস্য বিশিষ্ট (কেজি/লিটার)
চাউল সিদ্ধ/আতপ	১১	২০	৩০	৩৫
আটা	১২	২০	২৫	৩০
চিনি	১.৭৫	৩	৪	৫
ভোজ্য তেল	২.৫	৪.৫	৬	৮
ডাল	৩.৫	৫.৫	৭	৮

বি:দ্র: যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/মৃত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা/শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে ১-১-১৯৭৩ হতে ৩০-১১-১৯৮৭ পর্যন্ত ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, ৩১-১২-১৯৮৭ হতে ২২-১০-২০০১ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং ২৩-১০-২০০১ হতে অদ্যাবধি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী রাস্ট্রীয় সম্মানি ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু ছাত্র-বৃত্তি প্রদানে ট্রাস্টের সাফল্য:

(ছ) বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি প্রদান: বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি নীতিমালা-২০১২ এর আওতায় প্রতিবছর ৬০০ জনকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষায় ৩,৯৬৬ জন, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যায়নরত ৬১১ জন এবং ০৩ জন পিএইচডি গবেষকসহ মোট ৪,৫৭৭ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	শিক্ষার ধরণ	মেয়াদকাল	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ (মাসিক হার)
০১	সাধারণ শিক্ষা	০৫ (পাঁচ) বছর	১,০০০/-
০২	ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারিং	০৫ (পাঁচ) বছর	১,৫০০/-
০৩	পিএইচডি	-	২০,০০০/-

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের-২০২০-২০২১ অর্থবছরে আয়-ব্যয়ের বিবরণী (প্রভিশনাল) আয়:

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১।	এফডিআর'র সুদ	১৫,০৮,৭০,০০০/-
২।	ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভাড়া	২১,১২,৯৯,০০০/-
৩।	বিবিধ আয়	২৪,০০,০০০/-
৪।	**মোট আয়**	**৩৬,৪৫,৬৯,০০০/-**

ব্যয়:

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১।	বেতন-ভাতাদি (সকল প্রতিষ্ঠানসহ)	১৯,২০,০০,০০০/-
২।	প্রশাসনিক ব্যয় (টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি, ওভারটাইম, আনসারদের বেতন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, আপ্যায়ন, কল্যাণ ব্যয় ইত্যাদি)	৬,০০,০০,০০০/-
৩।	বঙ্গাবন্ধু ছাত্রবৃত্তি	৪,২৭,৪০,০০০/-
৪।	মোট ব্যয়	২৯,৪৭,৪০,০০,০০০/-
	নিট উদ্বৃত্ত (ছয় কোটি আটানব্বই লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা)	**৬,৯৮,২৯,০০০/-**

ব্যাংক ঋণ মওকুফ

ক্রঃ	বিবরণ	মওকুফ/পরিশোধ	মন্তব্য
১।	উদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় ট্রাস্টের নিকট রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বাবদ পাওনার বিপরীতে গৃহীত কার্যক্রম;	স্বাধীনতা পূর্ব ব্যাংক ঋণের সুদাসল বাবদ ৭৩.০৮ কোটি টাকা এবং স্বাধীনতা উত্তর ব্যাংক ঋণের সুদ বাবদ ৫৩.৩২ কোটি টাকা মোট (৭৩.০৮+৫৩.৩২) = ১২৬.৪০ কোটি টাকা মওকুফ করা হয়।	বর্তমানে ট্রাস্ট ব্যাংক ঋণ মুক্ত।
২।	ট্রাস্টের ৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসর জনিত সার্ভিস বেনিফিট সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম;	বকেয়া ১.৬৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।	

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি (১৯৭২-মে ২০২১ খ্রি) পর্যন্ত

ক্রঃ	বিবরণ	আপত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ
(১)	ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ ০২টি চালু প্রতিষ্ঠান ও ১৮টি বন্ধ প্রতিষ্ঠানের (১৯৭২-২০১৮ সন পর্যন্ত) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি;	৫,৬৮২ টি	৮৯,৯৩২.৯৫ লক্ষ টাকা।
(২)	মে ২০২১ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে	৪,৯৪৭ টি	৮৯,৫২৮.৪২ লক্ষ টাকা।
(৩)	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	৭৩৫ টি	৪০৪.৫৩ লক্ষ টাকা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

(কোটি টাকায়)

অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অডিট আপত্তি (চলতি অর্থ বছর)		নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি (চলতি অর্থ বছর)		অবশিষ্ট অডিট আপত্তি/		মন্তব্য
সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	
১৬২০	৫১২.০০	--	--	৮৮৫	১০৭.৪৭	৭৩৫	৪০৪.৫৩	

অনলাইনের মাধ্যমে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা, বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি ও চিকিৎসা বিল

ক্রঃ	বিবরণ	মন্তব্য
(১)	এপ্রিল ২০১৩ থেকে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ‘অনলাইন ব্যাংকিং’ এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে এ বিলের জন্য যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় যাতায়াত কষ্ট লাঘব হয়েছে এবং আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
(২)	বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি অনলাইন ব্যাংকিং’ এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	
(৩)	চিকিৎসা বিলের অর্থ চেকের পরিবর্তে ‘অনলাইন ব্যাংকিং’ এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়।	

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ পরিবার ও বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের আইডি কার্ড প্রদান:

আইডি কার্ড ইস্যুর বছর	ইস্যুকৃত কার্ডের সংখ্যা	মন্তব্য
২০১০-২০১১	১১৫৭ টি	
২০১১-২০১২	৭৫২ টি	
২০১২-২০১৩	১৩২ টি	
২০১২-২০১৩	১২ টি	বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার
২০১৩-২০১৪	৬২ টি	
২০১৪-২০১৫	৭০ টি	
২০১৫-২০১৬	৮৫ টি	
২০১৬-২০১৭	৩০০ টি	
২০১৭-২০১৮	৩০০ টি	
২০১৮-২০১৯	২০০ টি	
২০১৯-২০২০	৩৫০ টি	
২০২০-২০২১	২৪ টি	
সর্বশেষ এ পর্যন্ত ২০২০-২০২১	**৩,৪৪৪টি**	

চিকিৎসা ব্যয়

অর্থবছর	প্রকৃত চিকিৎসা ব্যয়
২০১০-২০১১	৯৬,৮৪,০০০/-
২০১১-২০১২	১,৪৩,১৭,০০০/-
২০১২-২০১৩	১,৬৬,২৭,০০০/-
২০১৩-২০১৪	২,২৭,৪৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	২,০০,৪৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	২২,৬৭,০০০/-
২০১৬-২০১৭	১,৮৪,০০,০০০/-
২০১৭-২০১৮	৩,৫৫,৯২,০০০/-
২০১৮-২০১৯	৩৮,০০,৭০০/-
২০১৯-২০২০	৩,৭২,০৫,০০০/-
২০২০-২০২১ (এপ্রিল/২০২১ পর্যন্ত)	**২,৯৫,০০,০০০/-**

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ২০২০-২০২১ গৃহীত অর্থবছরের উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নাধীন ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র:

ঢাকা জেলা

০১। **স্বাধীনতা ভবন:** (প্রধান কার্যালয়): ৮৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। জমির পরিমাণ-১৩ শতক । পাঁচ তলা ভবন (সম্পূর্ণ ভবনের স্পেস ২৭,০০০ বর্গফুট)। মাসিক ১১.২২ লক্ষ টাকা হিসেবে বার্ষিক ১.৩৫ কোটি টাকা ভাড়া পাওয়া যায়।

স্বাধীনতা ভবন (প্রধান কার্যালয়)

০২। **গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স** (পুরাতন নাম: গুলিস্তান ও নাজ সিনেমা হল): ০২ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬১.৪০ শতক। গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স ভবনের ২০ তলার মধ্যে ০৯ তলা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম ও ১১তম তলা আংশিক নির্মিত হয়েছে। গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্সে ১০৭৪টি দোকান/স্পেস রয়েছে। বর্তমানে ভাড়া বাবদ মাসিক ১২.৫৮ লক্ষ টাকা পাওয়া যাচ্ছে।

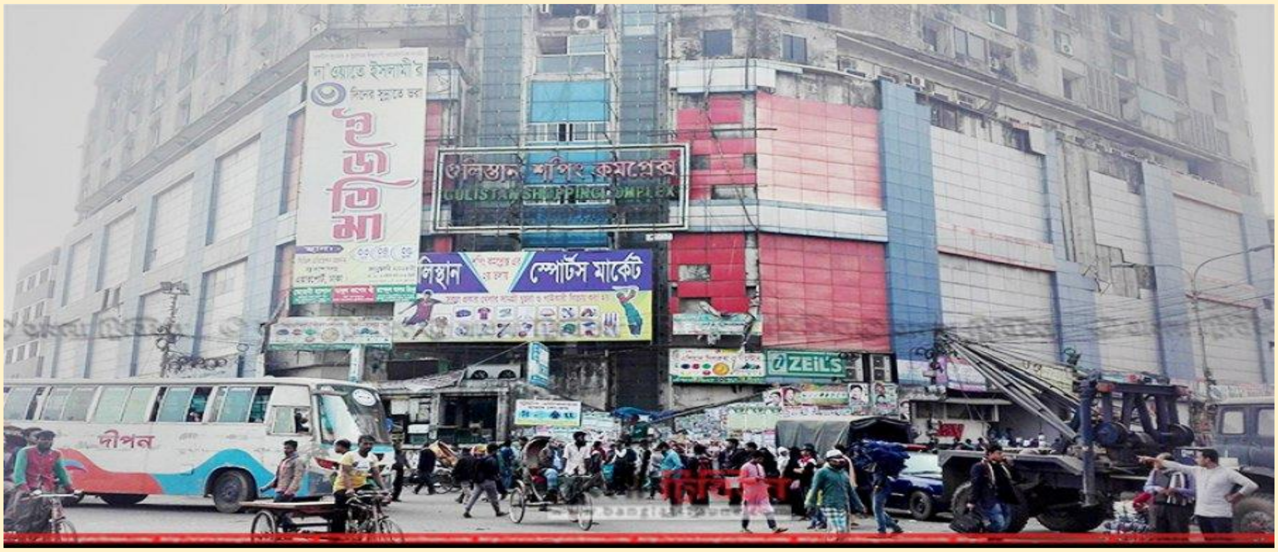

গুলিস্তান কমপ্লেক্স ভবন

০৩। মডেল কমপ্লেক্স: ১২, ২৭-৩২ মদন পাল লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২৮.৮০ শতক। ০১টি বেজমেন্টসহ ০৬ তলা বিশিষ্ট মার্কেট। মোট ৩৬৯টি দোকান রয়েছে। মাসিক ভাড়া বাবদ ৫.০৬ লক্ষ টাকা পাওয়া যাচ্ছে।

মডেল কমপ্লেক্স

০৪। মডেল মিনি মার্কেট: ১২, ২৭-৩২ মদন পাল লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ৪.৮০ শতক। ০৪ তলা বিশিষ্ট মার্কেট । মোট ২৯টি দোকান রয়েছে। ভাড়া বাবদ মাসিক প্রায় ০.৩৮ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়।

মডেল মিনি কমপ্লেক্স

০৫। পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন: ৪৭ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১১.০৮ শতক। পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন ট্রাস্টের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। প্রতি মাসে ৬.০০ লক্ষ টাকা আয় হয়।

পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন

০৬। মুন কমপ্লেক্স: ১১ ওয়াইজঘাট রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৬২.০০ শতক। নির্মাণাধীন ভবন।

মুন কমপ্লেক্স

০৭। **মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১,** ১/১, ১/২, ১/৩ গজনবি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।জমির পরিমাণ-৬৯.৭০ শতক। যুদ্ধাহত, খেতাবপ্রাপ্ত ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্য সরকারি অর্থায়নে ০২টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনে ৮৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট ও ৭৪টি দোকান রয়েছে। উক্ত ভবনের বাণিজ্যিক অংশ থেকে মাসিক ১৩.৪৮ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়।

মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১,

০৮। ১/৬ গজনবি রোড: মোহাম্মদপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ-২০.২০ শতক। শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

০৯। **রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস): ৪৩, ৪৩/১, ৪৩/২ ও ৪৩/৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা জমির পরিমাণ-৩.৮২ একর। রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেটে মোট দোকাদের সংখ্যা ১,৭৯৫টি (রাজধানী-১৬৪১টি; নিউ রাজধানী-১৫৪টি)। উক্ত দোকানসমূহ থেকে মাসিক **৩২,৯৫,৬৮৬/-**টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

রাজধানী ও নিউ রাজধানী সুপার মার্কেট

১০। **অফিস বাড়ি** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা): ৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২৬.৯৫ শতক। ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

অফিস বাড়ি

১১। **স্কুল বাড়ি** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা): ২৯/২ কে এম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ-১৪.০০ শতক। ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

স্কুল বাড়ি

১২। **৩নং শ্রমিক কলোনি** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা): ২৯/৪ কে এম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ-২৯.৩৬ শতক। ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

৩নং শ্রমিক কলোনি

১৩। **৪নং শ্রমিক কলোনি** (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা): ২৮/২ কে এম দাস লেন, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৪৫.৯৬ শতক। ডেভেলপারের মাধ্যমে শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

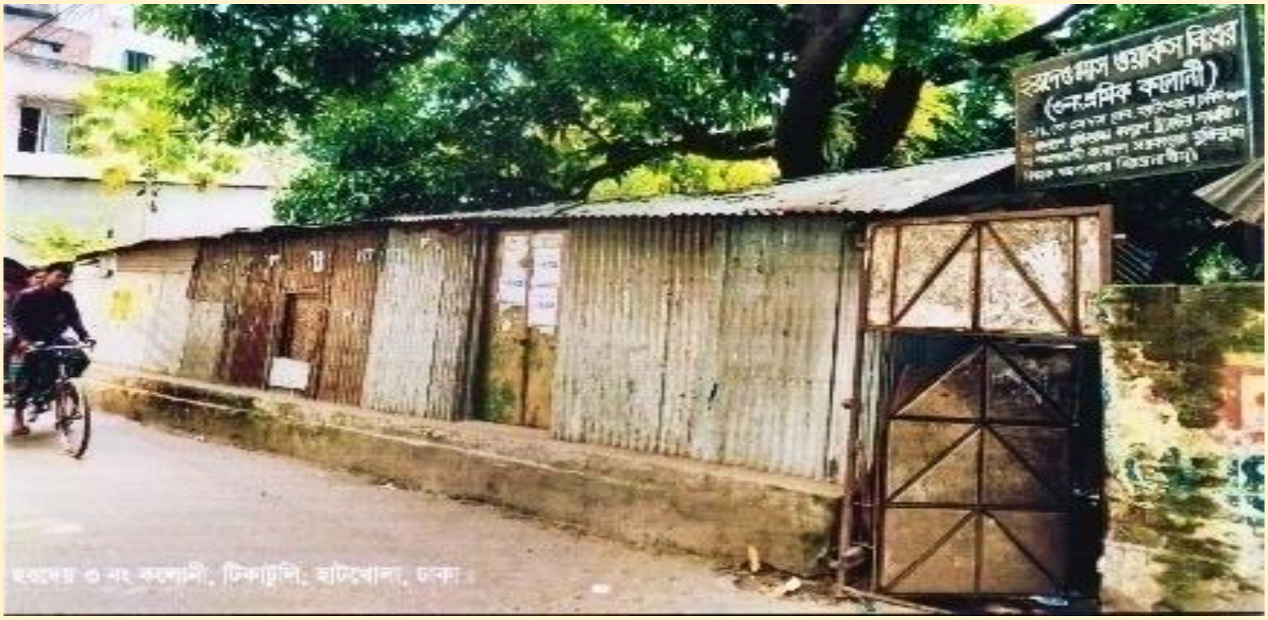

৪নং শ্রমিক কলোনি

১৪। **মিমি চকলেট লি:** ২৫৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-১.০০ একর। জায়গা ও স্থাপনা মাসিক ১২.২০ লক্ষ টাকায় ০৩ বছরের জন্য ভাড়া দেয়া হয়েছে।

মিমি চকলেট

১৫। **পুরাতন তাবানি (প্রস্তাবিত মুক্তিযুদ্ধ ভবন)** (মিরপুরস্থ তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিঃ-এর জায়গা): ২৫৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১.০০ একর। মাসিক ২.১৩ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল এর অফিসের জন্য সরকারি অর্থায়নে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুরাতন তাবানি (প্রস্তাবিত মুক্তিযুদ্ধ ভবন)

১৬। **সিরকো সোপ এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ:** ২৭৩-৭৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ২.০০ একর। বর্তমানে জায়গা ও স্থাপনা মাসিক ১৭.৫০ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়।

সিরকো সোপ এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ

১৭। **মেটাল প্যাকেজেস লিঃ:** ১৫৫-১৫৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-২.০০ একর। শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

মেটাল প্যাকেজেস

১৮। **তাবানি বেভারেজ কোম্পানি লিঃ:** ৪৭৪, চিড়িয়াখানা সড়ক, মিরপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৭.২৫ একর। কোকা-কোলা কর্তৃক ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি বাতিল করে কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করায় ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়। মাসিক ২২.৯৭ লক্ষ টাকায় ভাড়া দেয়া হয়েছে।

তাবানি বেভারেজ কোম্পানি

১৯। **ট্রাস্ট আধুনিক হাসপাতাল:** চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা। জমির পরিমাণ- ১৪.০০ শতক। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

ট্রাস্ট আধুনিক হাসপাতাল

২০। **আবাসিক সিটি বিজয় নিকেতন** (পুরাতন নামঃ পারুমা (ইস্টার্ণ) লিঃ): ১২১ করিমুল্লাবাগ, পোস্তগোলা, ঢাকা। জমির পরিমাণ-৪.২৩ একর। শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

আবাসিক সিটি বিজয় নিকেতন

গাজীপুর জেলা

২১। **ইউনাইটেড টোবাকো কোম্পানি লিঃ (ইউটিসি):** বোর্ডবাজার, গাজীপুর। জমির পরিমাণ-১.১০৫০ একর। শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

ইউনাইটেড টোবাকো কোম্পানি লিঃ (ইউটিসি)

২২। **বাংলাদেশ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ (হাইসন্স):** ১০২, টঙ্গি শিল্প এলাকা, গাজীপুর। জমির পরিমাণ-১.৭৭ একর। শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে।

বাংলাদেশ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ (হাইসন্স)

২৩। **কুনিয়া মৌজার জমি, গাজীপুর :** ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত। জমির পরিমাণ-২.৬৮ একর। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন-কে ৩(তিন) বছরের জন্য ভাড়া দেয়া হয়েছে। মাসিক ১.৭৫ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

কুনিয়া মৌজার জমি

২৪। **১৫০ ও ১৫২ বি, কে রোড, ভগবানগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ:** হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা, : নিতাইগঞ্জ। জমির পরিমাণ-৩৪.০০ শতক। মাসিক ১.৬০ লক্ষ টাকায় ০৩ বছরের জন্য ভাড়া দেয়া হয়েছে। শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে।

১৫০ ও ১৫২ বি, কে রোড, ভগবানগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

২৫। **৯-১০ পুরাতন ব্যাংক রোড, ডালপট্টি, নারায়ণগঞ্জ (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা):** জমির পরিমাণ-১.১১ একর। বিদ্যমান পুরাতন টিনসেড স্থাপনা হতে মাসিক ৪.১০ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। শেয়ারিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে।

ডালপট্টি, নারায়ণগঞ্জ

২৬। মদনগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ এর জমি: (হরদেও গ্লাস এন্ড এ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস-এর জায়গা) জমির পরিমাণ-৩.১৯ একর। জমির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে পূর্ব থেকে মামলা মোকদ্দমা বিরাজমান রয়েছে।

মদনগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ এর জমি

চট্টগ্রাম জেলা

২৭। **ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ:** রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। জমির পরিমান-১০.০১ একর। মাসিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ

২৮। **পাহাড়ী জমি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম:** (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা) জমির পরিমাণ-১৫.০০ একর। বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো আছে।

পাহাড়ী জমি

২৯। জয় বাংলা বাণিজ্যিক ভবন: (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা) ৩৬ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-২৪.০৯ শতক। শেয়ারিং পদ্ধতিতে ০২টি বেইজমেন্টসহ ১৭তলা বাণিজ্যিক ভবণের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ট্রাস্টের ৪৮,৫৪৯ বর্গফুট স্পেসের মধ্যে ১৪৭০ বর্গফুট মাসিক ২,৭১,৭০০/-টাকা ভাড়া দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ফ্লোর/স্পেস এর ভাড়া প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে।

জয় বাংলা বাণিজ্যিক ভবন

৩০। **টাওয়ার-৭১:** (ইস্টার্ণ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর জায়গা) ৭১ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-১৯.২৭ শতক। শেয়ারিং পদ্ধতিতে ০৪টি বেইজমেন্টসহ ২৫ তলা বাণিজ্যিক ভবণের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ট্রাস্টের ৬৪,৪২২ বর্গফুট স্পেসের মধ্যে ৬,০৭০ বর্গফুট মাসিক ৬,০৮,৪০০/-টাকায় ভাড়া দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ফ্লোর/স্পেস এর ভাড়া প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে।

টাওয়ার-৭১

৩১। মাল্টিপল জুস কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট: ২০, মোহরা শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-৫.০৬ একর। বর্তমানে মাসিক ৬.৫০ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়।

মাল্টিপল জুস কনসেনট্রেট প্ল্যান্ট

৩২। **বাক্সলি পেইন্টস লিঃ:** ২১৫-২১৬ নাসিরাবাদ শি/এ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-১.৯৩২৫ একর। ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়নে ০৪ টি ওয়ার হাউস নির্মাণ করে ভাড়া দেয়া হয়েছে। মাসিক ১০.২৬ লক্ষ টাকা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আরও ২টি ওয়্যারহাউস নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বাক্সলি পেইন্টস

৩৩। **দেলোয়ার পিকচার্স লিঃ:** ১০৩৮ চট্টেশ্বরি রোড, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-৬৫.৯৯ শতক। বহুতল ভবন নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

দেলোয়ার পিকচার্স

৩৪। **মেটাল প্যাকেজ:** (ঢাকার তেজগাঁওস্থ মেটাল প্যাকেজের জায়গা) ৪০/৪১ নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম। জমির পরিমাণ-২.০০ একর। আদালতে মামলা থাকায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

মেটাল প্যাকেজ
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম